দৈনিক বাংলা

তারিখ ১৮।১২।৮১
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

488

অর্ধেক জনশক্তিকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সৈনিক হিসাবে গড়িয়া তোলার আহ্বান

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

কর্মপক্ষে দেশের অর্ধেক জনশক্তিকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার তাগিদ দিয়া নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী ডঃ সালাম গতকাল (শনিবার) ঢাকায় বলেন, দারিদ্র্য অবসানের সর্বব্যাপী সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবার জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রসারে সরকার, জনগণ ও বিজ্ঞানীদের আরও ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে বিজ্ঞানী আবদুস সালাম "এদেশ ও এদেশের মানুষের প্রতি গভীর ভালবাসায় আপ্লুত" একজন হিসাবে নিজেকে অভিহিত করিয়া বলেন, অনুন্নত বিশ্বের ভাগ্যহত অতীতের দিকে আর তাকাইয়া লাভ নাই। জাতীয় সংকল্পে ও চেতনাবোধে সর্বব্যাপী জাগরণ আনিয়া দারিদ্র্যের অভিশাপ দূর করার জন্য এ মুহূর্তে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে। তিনি জোর দিয়া বলেন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির লক্ষ্যনিষ্ঠ প্রয়োগই আমাদের দারিদ্র্য হইতে মুক্তি দিতে পারে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের হীরক জয়ন্তী অনুষ্ঠানে প্রদত্ত বক্তৃতায় প্রফেসর সালাম বলেন, শর্ট কার্ট পথ কিছু নাই। দেশ ও জাতিকে প্রযুক্তি

(৮ম পৃঃ ৩এর কঃ দ্রঃ)

আরেকটি নোবেলের দ্বারে বিজ্ঞানী সালাম

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

প্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটনে বিশ্বব্যাপী সাড়া জাগানো আবিষ্কারের জন্য একদফা নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী ডঃ আবদুস সালাম খুব শীঘ্রই বিজ্ঞানের জগতে আপন প্রতিভার অপর একটি স্থায়ী স্বাক্ষর রাখিতে যাইতেছেন।

প্রকৃতির রাজ্যে বিরাজমান চারটি শক্তির মধ্যে ২টি শক্তিকে অভিন্ন প্রমাণিত করিয়া তিনি ইতিমধ্যে প্রকৃতিতে শক্তির সংখ্যা তিনে দাঁড় করাইয়াছেন। পরমাণুর কেন্দ্রবস্তুর প্রোটন কণা প্রকৃতির নিয়মে একদিন লয়প্রাপ্ত হইবে—কেবল এ সত্যটি প্রমাণ করিতে

(২য় পৃঃ দ্রঃ)

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

(১ম পৃঃ পর)

বিজ্ঞানের সুদৃঢ় ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতেই হইবে। তিনি পবিত্র কোরানের আয়াত উদ্ধৃত করিয়া বলেন, বিজ্ঞান সকল দেশ ও জাতির। সুগভীর চেতনায় সমগ্র জাতির মধ্যে নিজ পায়ে দাঁড়াইবার জাগরণ আনিতে হইবে।

দশ বৎসরে বিজ্ঞান চর্চার জাতীয় ব্যয় দশগুণ বৃদ্ধি করিয়া চীনকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে পিছনে ফেলিয়া দিবার কোরীয় সংকল্পের নজির উল্লেখ করিয়া প্রফেসর সালাম বলেন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে ভারতকে পিছনে ফেলিয়া দিবার মত প্রতিযোগীর সাহস লইয়া বাংলাদেশকে অবশ্যই অগ্রসর হইতে হইবে।

বিজ্ঞানের সাধনা এবং দারিদ্র্য মোকাবেলার প্রসঙ্গ দুইটি প্রফেসর সালামের বক্তৃতায় প্রাধান্য পায়। বিজ্ঞান সাধনা প্রসঙ্গে তিনি বাংলাদেশের নবীন বিজ্ঞানীদের বিশ্ব বিজ্ঞান চর্চার মশাল হাতে লইবার জন্য প্রস্তুত হইবার আহ্বান জানান। পবিত্র কোরান উদ্ধৃত করিয়া তিনি বলেন, সৃষ্টি কর্তা বিজ্ঞানের উপর নির্বিশেষে সকল জাতিকে অধিকার দিয়াছেন। তিনি বলেন, পবিত্র কোরানের এক অষ্টমাংশ জুড়িয়া প্রকৃতির রহস্য উদঘাটন ও গবেষণার তাগিদ। ইসলামের 'এলম' কথাটির মর্মকথা বিজ্ঞান চর্চা। তিনি বলেন, আত্মার শক্তিকে জাগরিত করিয়া বিজ্ঞাননিষ্ঠ কর্মের জোয়ার বহাইতে হইবে।

তিনি বলেন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জাগরণে চীন ও ভারত মাতিয়া উঠিয়াছে। অথচ প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানে নিজ পায়ে দাঁড়াইবার সর্বব্যাপী প্রস্তুতি এখনও উপমহাদেশের অন্যান্য দেশে দেখা যাইতেছে না। সাধারণ শিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষার নিম্নহারের কথা উল্লেখ করিয়া ডঃ সালাম বলেন, বিজ্ঞান নিখরচায় পাইবার মত বস্তু নহে। জাতিকে বিজ্ঞান চর্চায় আগাইয়া নিতে হইলে বিশেষ করিয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে আরও ত্যাগ স্বীকার করিয়া আপন সন্তানদিগকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সৈনিক করিয়া তুলিতে হইবে।

বিজ্ঞান সাধনার জটিল ধারাক্রম বর্ণনার সময় প্রফেসর সালাম প্রকৃতির রাজ্যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সুচারু শৃঙ্খলা ও নিয়মের কথা উল্লেখকালে কয়েকবার বলেন, আল্লাহ তাহার সমগ্র সৃষ্টিকেই এমনি অনুপম ও নিটোল শৃঙ্খলায় বিন্যস্ত করিয়াছেন।

"পৃথিবীতে উদ্ভিদাদি আমরা পরিমাপমত মানুষের নিয়ন্ত্রণাধীন করিয়া দিয়াছি—উহা লইয়া চিন্তা-ভাবনা করা জ্ঞানীলোকের দায়িত্ব" অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে তেলাওয়াত করা এই আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত দিয়া প্রফেসর সালাম বিজ্ঞান শিক্ষার উপর জোর দেন। সুরা মুলক্ উদ্ধৃত করিয়া প্রকৃতির অনন্ত বিশালতার প্রতি ইঙ্গিত দিয়া প্রফেসর সালাম বলেন, সৃষ্টি এত ব্যাপক—উহাকে জানার জন্য প্রসারিত চিন্তার স্রোত শ্রান্ত-ক্লান্ত হইয়া বার বার ফিরিয়া আসে।

বিজ্ঞানচর্চা ও বিজ্ঞান মনীষার ইতিহাস উল্লেখকালে তিনি বলেন, অর্ধ শতাব্দী পর পর এক একজন বিজ্ঞান মনীষার আবির্ভাব ইতিহাস দেখিয়াছে। কালজয়ী মনীষার আবির্ভাব ঘটিয়াছে চারশ—সাড়ে চার শত বৎসর অন্তর। বিজ্ঞানচর্চায় পঞ্চম শতকে ভারত, ৬ষ্ঠ শতকে চীন, সপ্তম হইতে একাদশ শতক পর্যন্ত মুসলমান মনীষার উত্থান ইতিহাসে লক্ষ্য করা গিয়াছে। কিন্তু ইহার পর হইতে "মঙ্গোল হামলা ও অবক্ষয়ে" মুসলিম জাহান বিজ্ঞানের ইতিহাস হইতে হারাইয়া গিয়াছে।

তিনি সৃষ্টিশীল পুনর্জাগরণের জন্য উদাত্ত আহ্বান জানাইয়া বলেন, যে দারিদ্র্যকে ইসলাম "কুফর-তুল্য" বলিয়া অভিহিত করিয়াছে—পঞ্চদশ হিজরী শতাব্দীর প্রারম্ভে উহাকে চিরতরে বিদায় দিবার সংকল্পে আমরা যেন জাগরিত হই।

অপরাহ্নে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনষ্টিটিউটে আয়োজিত হয় বাংলাদেশ বিজ্ঞান একাডেমীর অনুষ্ঠান। পাঞ্জাবের ঝং শহরে জন্মগ্রহণকারী অসাধারণ প্রতিভাশালী অঙ্কবিদ ও পরবর্তীকালে তাত্ত্বিক পদার্থ বিজ্ঞানে যুগান্ত সৃষ্টিকারী অবদান সৃষ্টিকারী প্রফেসর সালামকে দেওয়া হয় একাডেমীর বৈদেশিক সদস্য পদ। ধানগবেষণায় বিশ্বখ্যাত ডঃ বারলগের পরে ডঃ সালামই এই একাডেমীর দ্বিতীয় বৈদেশিক সদস্য।

এই সম্মান প্রদানের দলিলে একাডেমী সভাপতি ডঃ এম ও গনি বলেন, মানবজাতির জ্ঞানের পরিধি প্রসার এবং তৃতীয় বিশ্বের স্বার্থে তাঁহার অবদানের স্বীকৃতি হিসাবেই এই সদস্যপদ দেওয়া হইল।

গতকাল প্রফেসর সালাম বিজ্ঞান প্রতিমন্ত্রী ডঃ আর, এ, গনির সহিত সাক্ষাৎ করেন। আজ (রবিবার) চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ সমাবর্তনে ডঃ সালামকে অনারারী ডিএসসি উপাধি প্রদান করিবে। আজ (রবিবার) বিকালে কার্জন হল প্রাঙ্গণে বাংলাদেশ পদার্থ বিজ্ঞান সমিতি তাঁহাকে ফেলোশীপ প্রদান করিবে।